২০. যৌন-নৈতিকতা

বাইবেলে আমাদের স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বরের কাছে আমাদের যৌন চরিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আমাদের যৌন আবেগ এবং অনুভূতি দিয়ে তৈরি করেছেন যেন স্বামী এবং স্ত্রী শারীরিক মিলনের মধ্য দিয়ে ভালবাসা বিনিময় করতে পারে এবং একে অন্যের সাথে তাদের বিবাহিত সম্পর্ককে গভীর এবং দৃঢ় করতে পারে। তিনি এই ভাবে আমাদের তৈরি করার আরো একটি কারণ হল ছেলেমেয়েরা যেন একটি ভালবাসায় পূর্ণ নির্ভরযোগ্য একটি পরিবারে জন্ম গ্রহণ করতে পারে। আর এই অপরূপ নকশা আর পরিকল্পনার জন্য, ঈশ্বর বিয়ের সম্পর্কের বাইরে যৌন সম্পর্ককে কঠিন ভাবে নিষেধ করেছেন, যাকে বাইবেলে বলা হয়েছে "যৌন-অনৈতিকতা"।

মূল পাঠ: ১ করিন্থীয় ৬:১৫-২০

পৌল যৌন-অনৈতিকতা সম্পর্কে করিন্থীয় মণ্ডলীকে এই নির্দেশগুলো দেন। আজকের দিনের বিভিন্ন আধুনিক সমাজের মতো, করিন্থের লোকেরাও এমন একটি সমাজে বাস করতো যেখানে যৌন মেলামেশার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিধি-নিষেধ ছিলো না। বিষয়টি আরো ভালভাবে বুঝানোর জন্য, পৌল খ্রীষ্টের আত্মিক দেহের সঙ্গে আমাদের শারীরিক দেহের তুলনা করেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, আমরা যদি খ্রীষ্টের আত্মিক দেহের অংশ হয়ে থাকি, তাহলে একজন যৌন কর্মীর (বা আমাদের স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো) দেহের সঙ্গে আমরা কোনভাবেই দৈহিক ভাবে মিলিত হতে পারি না। ঈশ্বর যে সুন্দর উদ্দেশ্যে আমাদের যৌন ক্ষমতা দিয়েছেন, অনৈতিক যৌন সম্পর্ক সেই সমস্ত উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা ধ্বংস করে দেয়।

১. আমরা আমাদের দেহ দিয়ে কি করি তা কি ঈশ্বরের কাছে কোন বড় ব্যাপার?
২. আমরা আমাদের যৌন আচার আচরণ দিয়ে কিভাবে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করতে পারি?
৩. আমরা আমাদের চারপাশে যাদের সংস্পর্শে আসি তাদের দেহও যদি ঈশ্বরের মন্দির হয়ে থাকে, তাহলে তাদের দেহের প্রতি আমাদের কি রকম আচরণ করা উচিৎ?

আত্ম-নিয়ন্ত্রণ

পৌলের লেখা থেকে আমরা দেখি যে আমরা আমাদের দেহকে কেমন ভাবে ব্যবহার করি তা ঈশ্বরের কাছে একটি বড় বিষয়। ঈশ্বর চান যেন আমরা যৌন ব্যাপার গুলর ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখি। যারা বিয়ে করে নি তাদের জন্য এই শিক্ষার অর্থ হল যে কোন রকমের যৌন মেলামেশা থেকে দূরে থাকা। আর যারা বিবাহিত তাদের জন্য এই শিক্ষার মানে হল স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি সারা জীবনের জন্য বিশ্বস্ত থাকা।

> ঈশ্বরের ইচ্ছা এই তোমরা পবিত্র হও, অর্থাৎ সব রকমের ব্যভিচার থেকে দূরে থাক, আর যারা ঈশ্বরকে জানে না সেই অযিহূদীদের মতো দেহের কামনার বশে না চলে তোমরা প্রত্যেকে নিজের দেহকে পবিত্র ভাবে সম্মানের সঙ্গে দমনে রাখতে শেখো। এই ব্যাপারে অন্যায় করে কেউ যেন কোন ভাইকে না ঠকায়। আমরা আগেই তোমাদের বলেছি এবং সাবধান করে দিয়েছি যে, এই সব অন্যায়ের জন্য প্রভুই শাস্তি দেবেন, কারণ ঈশ্বর অশুচি ভাবে চলবার জন্য আমাদের ডাকেন নি, পবিত্র-ভাবে চলবার জন্যই ডেকেছেন (১ থিষলনীকীয় ৪:৩-৭)।

বিবাহিত স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক কি পবিত্র আর সম্মানজনক? যৌন অনৈতিকতার দ্বারা কিভাবে আপনি আপনার ভাইকে ঠকাতে বা তার দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারেন?

আত্ম-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কেবল মাত্র আমাদের কাজকেই নিয়ন্ত্রণ করা বোঝায় না। আমাদের চিন্তা বা মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণ করও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যীশু বলেছেন

> . . . যে কেউ কোন স্ত্রীলোকের দিকে কামনার চোখে তাকায় সে তখনই মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচার করল।
>
> (মথি ৫:২৮)

প্রাসঙ্গিক কিছু পদ

যৌন সম্পর্কের সঠিক ব্যবহার:

আদি ১:২৮; হিতো ৫:১৮-১৯; পরমগীত ৭:১-৯; মালাখী ২:১৫; ১ করি ৭:২-৭।

বিয়ে:

আদি ২:১৮-২৪; মথি ১৯:৪-৬; মার্ক ১০:৭ ইফি ৫:৩১; ইব্রীয় ১৩:৪।

যৌন অনৈতিকতা:

প্রেরিত ১৫:২০,২৯; রোমীয় ১৩:১৩-১৪; ১ করি ৫; ৬:৯-১১; গালা ৫:১৯-২১; ইফি ৫:৩-৬; কল ৩:৫; ১ থিষ ৪:৩-৭; প্রকা ২১:৮; ২২:১৫।

ব্যভিচার (নিজের স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে যৌন সম্পর্ক):

আদি ৩৯:১-১২; যাত্রা ২০:১৪; লেবীয় ১৮:২০; ২০:১০; দ্বি.বি. ৫:১৮; ২ শমূ ১১-১২; হিতো ৫; ৬:২৩-৩৫; ৭; মালাখী ২:১৩-১৫; মথি ৫:২৭-২৮; যোহন ৮:৩-১১; ১ করি ৬:১৬-২০।

অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন (অবিবাহিত অবস্থায় কারো সঙ্গে যৌন সম্পর্ক) **:**

যাত্রা ২২:১৬-১৭; ২ শমূ ১৩।

অজাচার (নিকট আত্মীয়ের সাথে যৌন সম্পর্ক) **:**

লেবীয় ১৮:৬-১৭।

সমকামিতা (একই লিঙ্গের কারো সাথে যৌন সম্পর্ক):

আদিপুস্তক ১৯; লেবীয় পুস্তক ১৮:২২; ২০:১৩; রোমীয় ১:১৮-৩২; ১ করিন্থীয় ৬:৯-১০

অন্য লিঙ্গের পোশাক পরা:

দ্বি.বি. ২২:৫।

বেশ্যাবৃত্তি (অর্থের বিনিময়ে যৌন সম্পর্ক):

লেবীয় ১৯:২৯; ১ করি ৬:১৩-২০।

যৌন কামনা (মনে-মনে বা চিন্তায় যৌন-অনৈতিকতা):

মথি ৫:২৭-২৮; ১ থিষ ৪:৩-৭।

অনুতাপ, মন পরিবর্তন আর ক্ষমা-লাভ:

১ করি ৬:১১; কল ৩:৫।

বিয়ের মধ্যে যৌন সম্পর্ক

ঈশ্বর কেন যৌন অনৈতিকতা ঘৃণা করেন তা বুঝতে হলে আমাদের আগে বুঝতে হবে, ঈশ্বর কেন যৌন সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন।

ঈশ্বর বিয়ের যে নকশা সৃষ্টি করেছেন সে বিষয়ে যীশু বলেছেন:

> সৃষ্টির আরম্ভে 'ঈশ্বর তাদের পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে সৃষ্টি করেছিলেন। এইজন্যই মানুষ মা-বাবাকে ছেড়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে এক হয়ে থাকবে, আর তারা দু'জন একদেহ হবে'। সেইজন্য তারা আর দুই নয়, কিন্তু একদেহ। তাহলে ঈশ্বর যা একসঙ্গে যোগ করেছেন মানুষ তা আলাদা না করুক"। (মার্ক ১০:৬-৯)

বিয়ে যদি ঈশ্বরের আদর্শের উপর নির্ভরশীল হয় সেই বিয়েতে স্বামী এবং স্ত্রী দু'জনেই সম্পূর্ণভাবে একজন আরেকজনের কাছে সারা জীবনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাইবেল আমাদের বলে, তারা "দু'জন একদেহ" হয়। আর তার দ্বারা বাইবেল আমাদের বুঝায় যে স্বামী এবং স্ত্রী তাদের বিয়েতে একজন অন্যজনের কাছ থেকে মানসিক, আত্মিক এবং শারীরিক সঙ্গ উপভোগ করে। আর তাই ঈশ্বর গভীর ভালবাসা প্রকাশের একটা মাধ্যম হিসেবে যৌন-সহবাস সৃষ্টি করেছেন যেন স্বামী এবং স্ত্রী তার মধ্য দিয়ে তাদের ভালবাসার বন্ধনকে শক্ত করতে পারে। শলোমন পরমগীতের কথাগুলোর মধ্য দিয়ে ভালবাসার যে প্রতিকৃতি সৃষ্টি করেছেন, তার থেকে আমরা দেখতে পারি যে ঈশ্বর চান যেন যৌন সম্পর্ক মানুষের জন্য একটি উপভোগ্য অভিজ্ঞতা হয়।

ঈশ্বর যৌন-সহবাস তৈরি করার আরেকটি কারণ হল সন্তান-সন্ততির জন্ম দেওয়া যেন সম্ভবপর হয়। ঈশ্বর আদম এবং হবাকে বলেছিলেন, "তোমরা বংশবৃদ্ধির ক্ষমতায় পূর্ণ হও, আর নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে পৃথিবী ভরে তোল এবং পৃথিবীকে নিজেদের শাসনের অধীনে আন।" স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা আর ছেলেমেয়েদের একটি নিরাপদ পরিবেশে গড়ে তোলার গুরুত্ব সম্পর্কে মালাখীতে বলা হয়েছে।

> সদাপ্রভু কি স্বামী ও স্ত্রীকে এক করেন নি? দেহে ও আত্মায় তারা তারই। তারা কেন এক? কারণ তিনি তাদের মধ্যে দিয়ে একটা ঈশ্বর ভক্ত বংশ রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কাজেই তোমরা তোমাদের অন্তরের বিষয়ে সাবধান হও; যৌবনকালের স্ত্রীর সঙ্গে তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা কোর না। (মালাখী ২:১৫)

পিতামাতা যখন একজন আরেক জনের প্রতি সারাজীবনের জন্য সত্যিকার ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, এবং একজন আরেকজনকে গভীরভাবে ভালবাসে, সন্তানেরা তখন একটি নিরাপদ পারিবারিক পরিবেশে সুন্দরভাবে বেরে ওঠে। পিতামাতা এবং সন্তানদের নিয়ে এটিই ঈশ্বরের পরিকল্পনা।

(অবিবাহিত অবস্থায়) এক সঙ্গে থাকা?

বিয়ে করার আগে পরীক্ষা করবার জন্য এক সঙ্গে থাকার কোন শিক্ষা বাইবেলে দেওয়া হয় না। ঈশ্বর চান যেন আমরা এক দেহ হবার আগে একজন আরেকজনের প্রতি সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই।

> প্রত্যেকে যেন বিয়ের ব্যাপারটাকে সম্মানের চোখে দেখে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিয়ের সম্বন্ধ পবিত্র রাখা উচিৎ, কারণ যে কোন রকম ব্যভিচার হোক না কেন, যারা সেই দোষে দোষী ঈশ্বর তাদেরকে শাস্তি দেবেন। (ইব্রীয় ১৩:৪)

এখানে আরেকবার ঈশ্বর বিয়ের বাইরে যৌন সম্পর্কের বিষয়ে কঠিন ভাবে সতর্ক করেন।

বিয়ে না করে একসঙ্গে থাকার কারণে কি কি সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

যৌন প্রলোভনের উপরে জয়ী হওয়া

যদি আপনি যৌনগতভাবে পাপ করার জন্য প্রলোভিত হন, অথবা আপনি যৌনগতভাবে পাপ করে থাকেন, তাহলে আপনার সাহায্য ও পরামর্শ নেওয়া দরকার। প্রথমে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনাকে প্রলোভনের উপরে জয়ী হতে সাহায্য করেন। ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করুন যেন আপনি তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারেন। তারপর একজন খ্রিষ্টে-বিশ্বাসী বিশ্বস্ত কারো পরামর্শ নিলে আপনি হয়তো উপকৃত হবেন।

প্রেরিত পৌলের কথাগুলো মনে রাখুন:

> হৈ হল্লা করে মদ খাওয়া এবং মাতলামিতে নয়, ব্যভিচার ও বিশৃঙ্খল জীবনে নয় . . . তোমরা কাপড়ের মতো করে প্রভু যীশু খ্রিষ্টকে দিয়ে নিজেদের ঢেকে ফেলো; পাপ স্বভাবের ইচ্ছা পূর্ণ করবার দিকে মন দিয়ো না।
>
> (রোমীয় ১৩:১৩-১৪)

তিনি আরও লিখেছেন, “সমস্ত রকম ব্যভিচার থেকে পালিয়ে যাও” (১ করিন্থীয় ৬:১৮)। তাই আপনি যদি কোন প্রলোভনের মধ্যে জড়িয়ে থাকেন, তাহলে এখনই থামুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দৌড়ে পালান। সতর্ক থাকুন যেন ঐ রকম প্রলোভনের কাছাকাছি আপনি আর না আসেন।

সমকামিতা

বাইবেলে সমকামিতাকে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে। সেখানে এই ধরণের কাজকে “অস্বাভাবিক”, “অশালীন” “বিকৃত মনোভাবাপন্ন” এবং “যাকে শাস্তি দেওয়ার উপযুক্ত” (রোমীয় ১:২৬-৩২) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং চেয়েছেন যেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন মিলন হয় একটি উষ্ণ বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতা যা কেবল পুরুষ এবং নারীর সম্পর্কের মধ্য দিয়েই পাওয়া যায়।

আমাদের সিদ্ধান্ত আর তার ফলাফল

ঈশ্বর চান যেন আমরা যখন কিছু করি সে বিষয়ে আমরা ভালো ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তা করি। তিনি চান যেন আমরা সিদ্ধান্ত নেবার সময়ে তার দেওয়া নীতি গুলকে পথ প্রদর্শক হিসেবে ব্যাবহার করি। তিনি জানেন আমাদের জীবনের জন্য কি ভালো, এবং অনৈতিক যৌন সম্পর্কের কারণে আমাদের জীবনে কি ধরনের সমস্যা আসতে পারে। তিনি চান যেন আমরা সেই সব সমস্যা থেকে থেকে দূরে থাকতে পারি। আমাদের জন্য ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা রয়েছে তা অবহেলা করার কারণে আমাদের জীবনে যে সব সমস্যা আসতে পারে তা নিয়ে একটু ভেবে দেখুন।

যৌন অনৈতিকতার ফলাফল:

- সতীত্ব হারানো (যা আর কখনোই ফিরে পাওয়া সম্ভব না)
- আত্ম-সম্মান হারানো
- যৌন সংক্রামিত রোগ
- গর্ভধারণ
- লজ্জা এবং অনুতাপ-বেদনা
- বিবাহিত সম্পর্কে আস্থা হারানো
- বিয়ে এবং পরিবার ভেঙ্গে যাওয়া
- ছেলেমেয়ে আর আত্মীয় স্বজনদের অপমান এবং অনুতাপ
- অন্যদের কাছে খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা

আপনি আর কি কি বিষয় মনে করতে পারেন?

বিয়ের বাইরে কোন যৌন-অভিজ্ঞতা একজন ব্যক্তিকে সারা জীবনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করে। অন্য লোকদের জীবনেও এই অভিজ্ঞতা একটি মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। আপনার নিজের মঙ্গলের জন্য আপনাকে ঈশ্বরের নিয়মের বাইরে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বন্ধু-বান্ধব বাছাই করার ক্ষেত্রে সেই সমস্ত লোকদের বাছাই করুন যারা আপনার আর আপনার দেহের প্রতি সম্মান দেখাতে জানে এবং যৌন বিষয় সম্পর্কের ঈশ্বরের নিয়ম কানুন মেনে চলে। প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বর আপনাকে তার নির্দেশনা ও শক্তি দেন। যারা ঈশ্বরের পথে চলে তাদেরকে তিনি আশ্চর্য ভাবে পুরুস্কৃত করেন।

ক্ষমা

পৌল আমাদেরকে জোর দিয়ে জানান, যৌন অনৈতিকতা আমাদের অনন্তকালীন আত্মিক মঙ্গলের উপরে কিভাবে খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে:

> যারা অন্যায় করে তারা যে ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হবে না, তা কি তোমরা জান না? তোমরা ভুল কোর না। যাদের চরিত্র খারাপ, যারা প্রতিমা পূজা করে, যারা ব্যভিচার করে, যারা পুরুষ-বেশ্যা, যে পুরুষেরা সমকামী, যারা চোর, লোভী, মাতাল, যারা পরের নিন্দা করে এবং যারা জোচ্চোর তারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হবে না। (১ করি ৬:৯-১০)

ঈশ্বর যৌন অনৈতিকতা ঘৃণা করেন, কিন্তু যারা অনুতপ্ত হয়ে তাদের পাপ থেকে মন পরিবর্তন করে তাদের তিনি ক্ষমা করেন যেন তারা নতুন জীবন শুরু করতে পারে। করিন্থের কিছু বিশ্বাসী যৌনগতভাবে অতীতে অনৈতিক জীবন যাপন করত, কিন্তু প্রভু যীশুর মাধ্যমে তাদের ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা হয়েছিল।

> তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই রকমই ছিলে, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রিষ্টের মধ্যে দিয়ে আর আমাদের ঈশ্বরের আত্মার মধ্যে দিয়ে তোমাদের ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আলাদা করা হয়েছে এবং নির্দোষ বলে গ্রহণ করা হয়েছে। (১ করিন্থীয় ৬:১১)

সারাংশ

- ঈশ্বর অনৈতিক যৌন কার্যকলাপ বা সম্পর্ক ঘৃণা করেন।
- আমাদের উচিৎ আমাদের নিজেদের দেহকে সম্মানজনক ভাবে ব্যবহার করা।
- যারা বিবাহিত নয়, তাদের উচিৎ সকল প্রকার যৌন-সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা, এবং যারা বিবাহিত তাদের উচিৎ তাদের নিজ নিজ স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা।
- ঈশ্বর যৌন সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন যেন মানুষ তা তাদের বিবাহিত জীবনে উপভোগ করতে পারে, তাদের বিবাহিত জীবনকে শক্তিশালী করতে পারে এবং যেন সন্তান জন্ম দিতে পারে।
- যৌন-অনৈতিকতা একজন ব্যক্তিকে তার বাকী সারা জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।
- যৌন পাপের ক্ষমা পাওয়া সম্ভব (তবে এই পাপের ক্ষমা পাওয়া গেলেও পাপের পরিণতি কখনই জীবন থেকে মুছে যায় না)।

চিন্তা উদ্দীপক

১. বিগত ৫০ বছরে বিভিন্ন সমজ ব্যবস্থায় এবং অনেক দেশে বিয়ের পূর্বে যৌন সম্পর্ক বিষয়ক সামাজিক ধারণা আমূল ভাবে পাল্টেছে। এটি কেন হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

২. বর্তমানের সিনেমা আর টেলিভিশনের অনুষ্ঠানগুলো বিয়ের বাইরে যৌন সম্পর্কের বিষয়ে কি শিক্ষা দেয়? ঈশ্বরের দেওয়া নিয়ম-কানুন আর মানদণ্ডের সাথে এই অনুষ্ঠানগুলোকে কিভাবে তুলনা করা যায়?

৩. বিয়ে হয়নি এমন দম্পতি বিয়ের আগে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রেখে শারীরিক সম্পর্ক থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখবার জন্য কি কি করতে পারে?

সহায়ক অনুসন্ধান

১. বিয়ের আগে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা কেন ঠিক নয়?

২. আদি ৩৯ অধ্যায়ে যোষেফ ও পটিফরের স্ত্রীর ঘটনাটি দেখুন। আমরা এই ঘটনা থেকে আমরা কি শিখতে পারি?

৩. ২ শমূয়েল ১৩ অধ্যায়ে অম্নোন ও তামরের ঘটনাটি দেখুন। আমরা এই ঘটনা থেকে আমরা কি শিখতে পারি?

এই বিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বই/সূত্রগুলো অনুসন্ধান করুন

- Growing into love লেখক Joyce Huggett (Intervarsity Press ১৯৮২ কর্তৃক প্রকাশিত)। বিয়ে হয়নি এমন দম্পতির জন্য বিশেষ সহায়িকা।
- Straight talk about sex লেখক Barry Chant (Whitaker House ১৯৭৫ কর্তৃক প্রকাশিত). অম্নোন ও তামরের মতো খারাপ উদাহরণ উল্লেখ করে যুবদের জন্য বইটিতে যৌন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইটিতে যুবক-যুবতিদের জন্য সহজ ভাষায় যৌন বিষয়ক পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
- Against the tide লেখক Tim এবং Beverly LaHaye। সন্তানদেরকে যৌন বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য পিতামাতাদের জন্য একটি ভালো সহায়িকা।
- The price tag of sex. Video দ্বারা মনোবিজ্ঞানী Pam Stenzel যৌন বিষয়ের কঠিন বিষয়গুলো সরলভাবে কিন্তু গভীরভাবে আলোচনা করেন। এটি পাওয়া যাবে www.straighttalk.org.au ওয়েব সাইটটি থেকে। Pam তার আলোচনায় সরলভাবে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হবার বিষয়ে কথা বলেন এবং তার থেকে "বিরত থাকার জন্য" যুবক-যুবতীদের আহ্বান জানান।
- I kissed dating goodbye লেখক Josh Harris। কেন বর্তমান যুগের ডেটিং বিষয়টি কেন বাইবেল ভিত্তিক নয় সে বিষয়ে একজন ২১ বছর বয়স্ক যুবকের লেখা চিন্তার উদ্রেককর একটি বই।
- Solomon on sex লেখক Joseph Dillow (Thomas Nelson, কর্তৃক ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত)। পরমগীতের উপর একটি বিস্তারিত বর্ণনা যেখানে লেখক পরমগীতকে গভীর ভালবাসার একটি কাব্যিক বর্ণনা হিসেবে তুলে ধরেন, এবং তার মধ্য দিয়ে বিয়ের আগের প্রেম, বিয়ে এবং যৌন সম্পর্কের বিষয়ে খুব সুন্দর পরামর্শ দিয়েছেন।

আরও দেখুন

২৮. মন পরিবর্তন
৬০. বিয়ে
৬৩. বন্ধু-বান্ধবী